শুদ্ধ উচ্চারন করতে না পারার কারন :

১। বর্ণ ও শব্দের শুদ্ধ উচ্চারন না জানা।
২। অলসতা - অসচেতনতা।
৩। মুখের জড়তা।
৪। আঞ্চলিকতার প্রভাব।

বাংলা বর্ণমালা - ৫০ টি

স্বরবর্ণ- ১১ টি

স্বরবর্ণ বলা হয় যে বর্ণগুলো এককভাবে উচ্চারিত হয়।

অ- স্বর অ
আ- স্বর আ
ই- হ্রস্ব ই
ঈ- দীর্ঘ ঈ
উ- হ্রস্ব উ
ঊ- দীর্ঘ ঊ
ঋ- রি
এ- এ
ঐ-ওই
ও- ও
ঔ- ওউ

ব্যঞ্জনবর্ণ- ৩৯ টি

ব্যঞ্জনবর্ণ বলা হয়, যে বর্ণগুলো অন্যের সাহায্যে উচ্চারিত হয়।

ক	খ	গ	ঘ	ঙ- উয়োঁ
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ- ইয়োঁ
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ- মূর্ধন্য-ণ
ত	থ	দ	ধ	ন- দন্ত ন
প	ফ	ব	ভ	ম
য-অন্তঃস্থ-য	র	ল	শ-তালব্য-শ	ষ- মূর্ধন্য-ষ
স-দন্ত-স	হ	ড়	ঢ়	য়- অন্তস্থ
ৎ-খন্ড-ত	ং-অনুসার	ঃ-বিসর্গ	ঁ- চন্দ্রবিন্দু	

ধ্বনি	
অল্পপ্রাণ	মহাপ্রাণ
ক গ	খ ঘ
চ জ	ছ ঝ
ট ড	ঠ ঢ
ত দ	থ ধ
প ব	ফ ভ

মহাপ্রাণ ধ্বনি ঃ

যে ধ্বনি উচ্চারনের সময় নিঃশ্বাস জোড়ে সংযোজিত হয় বা ফুসফুস থেকে বের হওয়া বাতাসের জোর বেশি থাকে তাকে মহাপ্রাণ ধ্বনি বলে। যেমন ঃ- খ, ঘ, ছ, ঝ, ঠ, ঢ, থ, ধ, ফ, ভ।

অল্পপ্রাণ ধ্বনি ঃ

যে ধ্বনি গুলোতে বাতাসের জোর কম থাকে, নিশ্বাস জোরে সংযোজিত হয় না, তাদেরকে অল্পপ্রাণ ধ্বনি বলে। যেমনঃ- ক, গ, চ, জ, ট, ড, ত, দ, প, ব।

শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে ঃ

১। ধীরে ধীরে কথা বলুন।
২। দৈনন্দিন জীবনে শুদ্ধ ভাষায় কথা বলতে হবে।
৩। অল্পপ্রাণ ও মহাপ্রাণ বর্ণগুলো ঠিকভাবে উচ্চারন করতে হবে।

বাংলা ভাষা			
মৌখিক ভাষা		লৈখিক ভাষা	
×	√	×	√
আঞ্চলিক ভাষা	প্রমিত ভাষা	সাধু ভাষা	চলিত ভাষা

কারছন্দ

২–কা-কি, কু-কৃ কে-কৈ-----কো-কৌ

এভাবে ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি দিয়ে বলতে হবে। যে যতো বলবেন তার ততো শুদ্ধ উচ্চারন সঠিক হবে।